দৈনিক জনকণ্ঠ

২৭৩

তারিখ ... SEP 01 1999
পৃষ্ঠা ২ ... কলাম ১ ......

ছাত্রলীগের জাতীয় শোক দিবসের আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী

বিএনপি এখন ইস্যু খোঁজায় ব্যস্ত ॥ পত্রিকা অফিসে পরিকল্পিতভাবে হামলা চালিয়ে তারা আওয়ামী লীগের ওপর দোষ চাপাচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বিএনপি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। বঙ্গবন্ধুর খুনীদের রক্ষার লক্ষ্যে সরকার পতনের আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তারা এখন ইস্যু খোঁজায় ব্যস্ত। এজন্য তারা এশীয় সংসদীয় সম্মেলনে যোগদানে অপারগতা প্রকাশ করেছে। নিজেদের দেয়া ট্রানজিট প্রতিরোধে ঘোষণা দিয়েছে বুকের রক্ত দেয়ার। পরিকল্পিতভাবে একটি পত্রিকা অফিসে হামলা চালিয়ে আওয়ামী লীগের ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করছে। মিথ্যাবাদীদের এ দল সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। মঙ্গলবার বিকালে তিনি রমনা বটমূলে ছাত্রলীগ আয়োজিত এক আলোচনাসভায় বক্তৃতা করছিলেন। জাতীয় শোক

(১১- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

(প্রথম পাতার পর) **বিএনপি এখন**

দিবসের এ আলোচনায় সংগঠনের সভাপতি বাহাদুর বেপারী এবং সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন বক্তৃতা করেন। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গ, সংসদ সদস্য, আওয়ামী লীগ ও বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ আমন্ত্রিত অতিথিরা এতে উপস্থিত ছিলেন।

শোকের মাস আগস্টের শেষ দিনে মেঘলা আকাশের বিষণ্ন বিকালে প্রধানমন্ত্রী আগামী প্রজন্মের উদ্দেশে স্মৃতিচারণমূলক দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, গত ২১ বছর এসব কথা গোপনই থেকেছে। ইতিহাসে হয়ত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্থান হবে; কিন্তু বঙ্গবন্ধু হবার পিছনে যাঁর বিশাল অবদান সেই ফজিলাতুন্নেসার কথা কেউ বলবে না। পরে তিনি কাছে থেকে দেখা তাঁর বাবার দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনে মায়ের প্রভাব বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে বর্ণনা করেন। এসব ঘটনা বলার সময় '৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাবা, মা-ভাইসহ পরিবারের সকলকে হারানো সর্বস্বান্ত প্রধানমন্ত্রী বার বার আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

বক্তৃতার শেষ দিকে তিনি দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বর্ণনা করে বলেন, আমাদের দোষ কোথায় বুঝতে পারি না। বিএনপি ট্রানজিট নিয়ে মিথ্যাচার করছে। আন্দোলন করার চেষ্টা চালাচ্ছে। অথচ '৮০ সালে জিয়াউর রহমান, '৯৩ সালে বেগম জিয়া নিজে ভারতকে ট্রানজিট দিয়েছেন—এখনও সেই চুক্তি রয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী প্রতি তিন বছর পর চুক্তি নবায়ন হয়। আমরা ভারতের পরিবহনের পরিবর্তে আমাদের পরিবহনে পণ্য পারাপারের জন্য ট্রান্সশিপমেন্ট দেয়ার চিন্তা করেছি। বিষয়টি নিয়ে ভারতের সঙ্গে আলাপ করার জন্য মন্ত্রিপরিষদে সিদ্ধান্ত হয়েছে। অথচ বেগম জিয়া নিজেদের দেয়া ট্রানজিট প্রতিরোধে কেন বুকের রক্ত দেয়ার ঘোষণা দিলেন বুঝতে পারি না।

সংসদীয় গণতন্ত্রকে আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্য নিয়ে শুরু হচ্ছে এশীয় সংসদীয় সম্মেলন। বিএনপি এ সম্মেলনকে গুরুত্বহীন এবং এজন্য ইউএনডিপি'র দেয়া সাহায্যকে অর্থহীন উল্লেখ করে সম্মেলনে উপস্থিত থাকবে না বলে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে। তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয় বলেই এ ধরনের আচরণ করছে। কোন প্রকারে ক্ষমতায় গিয়ে আখের গোছানোই তাদের লক্ষ্য। এজন্য তারা ইস্যু তৈরির চেষ্টা করছে। সোমবার তারা মিছিল থেকে একটি পত্রিকা অফিসে হামলা চালায়। এতে একজন গুলিবিদ্ধ হয়। এই নির্মম ঘটনার পরই তারা ঘটনার জন্য আওয়ামী লীগকে দায়ী করে বিবৃতি দেয়। অথচ প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী ট্রাকে করে ইট-পাথরসহ নানান অস্ত্র নিয়ে পরিকল্পিতভাবে তারা পত্রিকা অফিসে হামলা চালিয়েছে। সংবাদপত্র অফিস কিংবা প্রেসক্লাবে হামলা বিএনপি'র নতুন কিছু নয়। ক্ষমতায় থাকার সময়ও তারা তা করেছে। গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না থাকার কারণেই তাদের এ মনোভাব প্রদর্শিত হয়।